তোরের কাগজ

তারিখ ... SEP 16 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

92

মসজিদে শিবির কর্মীদের গোপন বৈঠক, বিচারকের ভূমিকায় ছাত্ররা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক হোস্টেলের মসজিদে গোপনে বৈঠকরত অবস্থায় বঙ্গবন্ধু হল শাখার ২৩ জন শিবির কর্মীকে গতকাল সাধারণ ছাত্ররা ধরে ফেলে। ক্ষুব্ধ ছাত্ররা তাদেরকে মারধর শুরু করলে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে হাজির হয়। পরে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হলেও ঐ ২৩ শিবির কর্মীকে বঙ্গবন্ধু হলে ঢুকতে মানা করে দেওয়া হয়েছে।

তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে কয়েকজনের কক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু হলের প্রাধ্যক্ষের সিল, প্যাড এবং সংগঠনের প্যাড উদ্ধার করা হয়েছে। এসব কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা রয়েছে। সকালে ছাত্রদের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তারা আর হলে ফিরে যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, সকালে ফজরের আযানের পর আন্তর্জাতিক হোস্টেলের মসজিদে শিবিরের বঙ্গবন্ধু হল শাখার ২৩ জন কর্মী গোপন বৈঠকে বসে। তাদের ওপর সাধারণ ছাত্ররা কিছুদিন ধরে নজর রাখছিল। গতকাল সকালে তাদের হাতেনাতে ধরা হয়।

ছাত্রদের জেরার মুখে তারা নিজেদের শিবির কর্মী বলে স্বীকার করে। তাদের কয়েকজনের কক্ষ থেকে হলের সিল, প্যাড এবং সংগঠনের কাগজপত্র, চাঁদা আদায়ের রশিদ ইত্যাদি উদ্ধার করা হয়। তারা বিভিন্ন কক্ষে দ্বৈতাবাসের নকল কাগজ তৈরি করে কর্মীদের থাকার সুযোগ দিতো বলে জানা গেছে। এ সময় ক্ষিপ্ত সাধারণ ছাত্রদের হাতে তাদের কয়েকজন কর্মী প্রহৃত হয়। কিন্তু পুলিশ এসে তাদের উদ্ধার করে।

তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী শিবির কর্মীদের মধ্যে দৈনিক জনতা পত্রিকার আমজাদ, দৈনিক অর্থনীতি পত্রিকার আশিকউল্লাহ এবং সাপ্তাহিক রোববার পত্রিকার সাজু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক হিসেবে কর্মরত রয়েছে। অবশ্য সাংবাদিকরা নিজেদের মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং শিবিরের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই বলে দাবি করেছে। বঙ্গবন্ধু হল ছাত্রলীগ ও সাধারণ ছাত্ররা শিবির কর্মীদের হলে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

বঙ্গবন্ধু হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আজিজ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, শিবির কর্মীরা হলে ফিরে এলে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু হলের সাধারণ ছাত্ররা যদি অভিযোগ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।